হলদিয়ায় হেলিকপ্টার স্কোয়াড্রন গড়তে উদ্যোগী কোস্টগার্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ দ্রুত নজরদারি এবং বিভিন্ন অপারেশনের সুবিধার্থে হলদিয়ায় হেলিকপ্টার স্কোয়াড্রন গড়ে তোলার উদ্যোগ নিচ্ছে কোস্টগার্ড। এনিয়ে একটি মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিছেয়ে কোস্টগার্ডের হলদিয়া ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার। একথা জানিয়েছেন, হলদিয়া কোস্টগার্ডের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল কমান্ডার এম এ ওয়ারসি। কমান্ডার ওয়ারসি জানিয়েছেন, কপ্টার স্কোয়াড্রন গড়ে তোলার জন্য ৩৪ একর জমি দরকার। এই জমি চেয়ে রাজ্য সরকারের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে। হেলিকপ্টার বেস এবং স্কোয়াড্রন গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে টাউনশিপে কোস্টগার্ডের হলদিয়া সদর কার্যালয়ের অদূরে হলদি নদীর পাশে বালুঘাটা সংলগ্ন এলাকায়। তাছাড়া শুধু হেলিপ্যাড তৈরি করলেই হবে না, কপ্টার স্কোয়াড্রন নির্মাণের জন্য পরিকাঠামো এবং টেকনিক্যাল সাপোর্ট দরকার। এ প্রসঙ্গে তিনি এও জানান, হলদিয়ায় কোনও হেলিকপ্টার স্কোয়াড্রন না থাকার জন্য বঙ্গোপসাগরের মাঝ দরিয়ায় আন্তর্জাতিক জলসীমায় অপারেশন চালানোর জন্য 'শিপ বেসড হেলিপ্যাড' ব্যবহার করতে হয়। আর হলদিয়ায় এই অপারেশন চালানোর জন্য বিশাখাপত্তনম হেলিকপ্টার স্কোয়াড্রন থেকে কপ্টার এনে এই কাজ করতে হয়। কোস্টগার্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ভারত ও বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক জলসীমা এলাকায় দ্রুত নজরদারি এবং বিভিন্ন অপারেশনের সুবিধার্থে হলদিয়ায় হেলিকপ্টার স্কোয়াড্রন গড়ে তোলার খুবই প্রয়োজন। আর সেজন্য কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক হলদিয়া কোস্টগার্ড স্টেশনের নজরদারি ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য হলদিয়াতে হেলিকপ্টার বেস ও স্কোয়াড্রন তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে।

এছাড়া উপকূলের নিরাপত্তাকে ঠিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপারেশনের জন্য এখানে দুটি হেলিকপ্টার স্ট্যান্ডবাইও রাখা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর সূচনার পর ময়নাতে ৪টি রাস্তার শিলান্যাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়না ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নদীয়ায় ১২০০০ কিমি রাস্তা তৈরীর শুভারম্ভ করলেন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলাপরিষদের তত্ত্বাবধানে ময়না পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত চারটি রাস্তার সূচনা হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ময়না ব্লকের বিডিও বিশ্বজিৎ বসু, ময়না পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সেক সাহাজান আলি, জেলাপরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ বিমান পন্ডা, এলাকার পঞ্চায়েত প্রতিনিধি দিলীপ দোলাই-সহ বিশিষ্টরা। জানা যায় যে, ময়না ব্লকে গোজিনা অঞ্চলে একটি রাস্তা, বাক্‌চা অঞ্চলে দুইটি রাস্তা এবং ময়না ২নং অঞ্চলের একটি রাস্তার শুভসূচনা হল।

অ্যাম্বুলেন্স-বাইক দুর্ঘটনায় মৃত ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, চণ্ডীপুর ঃ অ্যাম্বুলেন্স ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। মৃতের নাম মৃগেন মন্ডল (৪৪)। বাড়ি চণ্ডীপুরের সুলতানপুরে। সোমবার দুপুর ২টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে চণ্ডীপুরের পাটনাবর্মন পল্লীতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সুলতানপুরের বাসিন্দা বছর ৪৪-এর মৃগেন মন্ডল বাইকে চেপে দুপুর প্রায় ২টা নাগাদ চণ্ডীপুর থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। অপরদিকে, পূর্বপাটনা থেকে একটি অ্যাম্বুলেন্স চণ্ডীপুরের দিকে আসছিল। বেপরোয়া গতিতে থাকা অ্যাম্বুলেন্সটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাটনাবর্মণ পল্লীর কাছে বাইকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে এই বাইক আরোহী পড়ে যায়। হেলমেট না থাকায় তার মাথায় ভীষণ আঘাত লাগে। স্থানীয়রা তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে তমলুক জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। তবে অ্যাম্বুলেন্স চালক পলাতক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চণ্ডীপুর থানার পুলিশ।

ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু মেয়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বেলদা ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে মৃত্যু তরুণীর। বাঁচাতে গিয়ে আহত হন বাবা। পুলিশ সূত্রে খবর, ওড়িশার বালেশ্বর থেকে জলেশ্বর যাওয়ার কথা ছিল ঝুনা ভুঁইয়া ও তাঁর মেয়ে রুমির। লোকাল ট্রেনের বদলে ভুল করে হাওড়াগামী করমণ্ডল এক্সপ্রেসে উঠে পড়েন তাঁরা। বেলদা স্টেশনের কাছে ট্রেনের গতি কম থাকায়, নামার চেষ্টা করেন বাবা ও মেয়ে। সেসময় বছর ১৮-র ওই তরুণী পা পিছলে ট্রেন থেকে পড়ে যান। বাঁচাতে গিয়ে আহত হন বাবাও। তাঁকে বেলদা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মহিলা গুচ্ছ সমিতির বার্ষিক সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাজলা ঃ কাজলা জনকল্যাণ সমিতির পরিচালনায় মহিলা গুচ্ছ সমিতির বার্ষিক মহিলা অনুষ্ঠিত হয় মহাশ্বেতা গুচ্ছ সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বিধুবাহিরী লংকেশ্বরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও জগদ্ধাত্রী গুচ্ছ সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় দুরমুঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মহাশ্বেতা গুচ্ছ সমিতির সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সভানেত্রী শ্যামলী দাস, সঞ্চিতা পাত্র, চিত্রলেখা মন্ডল ও স্বপন পন্ডা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন চৈতালী পড়্যা। জগদ্ধাত্রী গুচ্ছ সমিতির সভায় উপস্থিত ছিলেন সভানেত্রী টুসী দেবনাথ, কাঞ্চন মন্ডল, জগত্তারিণী পন্ডা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সুস্মিতা পন্ডা। উপস্থিত ছিলেন দীপালী পন্ডা ও নীলিমা চক্রবর্তী। সম্মেলনগুলিতে লিঙ্গসমতা, আয় উদ্যোগ, দল ও গুচ্ছ সমিতি পরিচালনা ও সামাজিক উন্নয়ণে মহিলা দলের ভূমিকা ও বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা হয়।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে ৪০০ কিমি রাস্তার শুভ সূচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব মেদিনীপুর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় মঙ্গলবার প্রায় ৪০০ কিমি রাস্তার কাজ শুরু হল। এরমধ্যে ১২৫ কিমি ৭০০ মিটার নতুন পাকারাস্তা হবে। গ্রাম সড়ক যোজনায় হবে এইসব নতুন রাস্তা। ৩৬০ কিমি রাস্তা মেরামত ও কংক্রিট করা হবে বলে সাংসদ শিশির অধিকারী জানান। মেরামত হবে গ্রাম সড়ক যোজনার পাকা রাস্তাগুলি। গ্রামীণ রাস্তাগুলি কংক্রিট করা হবে। মীরগোদা থেকে বারবাটিয়া পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৫ কিমি পাকা রাস্তার জন্য খরচ হবে ২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। রামনগর ২ ব্লকের সাপুয়া পেট্রোল পাম্প থেকে কালিকাপুর পর্যন্ত পাকারাস্তার কাজও শুরু হল। বিধায়ক অখিল গিরি বলেন, রামনগর ১ ব্লকের চারটি এবং রামনগর ২ ব্লকের তিনটি রাস্তার কাজ শুরু হবে। মঙ্গলবার সড়ক যোজনা আর আইডিএফ-এর ১১টি রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু হবে। নতুন পাকা রাস্তা হবে প্রায় সাড়ে ৯ কিমি। আর মেরামত হবে প্রায় সাড়ে ২৭ কিমি রাস্তা। মোট খরচ হচ্ছে প্রায় ৯ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। সারা জেলায় নতুন রাস্তা তৈরীতে প্রায় ৭৫ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। সড়ক যোজনা ও আরআইডিএফ খাতে তৈরী রাস্তা মেরামতে খরচ হচ্ছে। প্রায় ৫৫ কোটি টাকা এছাড়া আছে কংক্রিট রাস্তা। মঙ্গলবার প্রায় ১৩৫ কোটি টাকার কাজের শিলান্যাস হল।

রাস্তার ধারে অবহেলিত আকন্দের দাম আকাশছোঁয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ অনাদরে অবহেলায় সারা বছর ধরে রাস্তার ধারে, জঙ্গলে, ঝোপঝাড়ে, রেল লাইনের ধারে পড়ে থাকা আকন্দ ফুলের দাম শিবরাত্রির একদিন আগেই আকাশ ছোঁয়া। বুধবার শিবরাত্রি। তার আগে মঙ্গলবার সকাল থেকেই পূর্ব মেদিনীপুর-সহ সারা রাজ্য জুড়ে আকন্দ ফুলের চাহিদা তুঙ্গে। বুধবার সেই দাম আরো বাড়ার আশঙ্কা আছে। চাষি ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নারায়ণ নায়েক। সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বলেন, সারা বছরে মূলত দুইবার শিবরাত্রি ও গাজনের সময় আকন্দ ফুলের চাহিদা থাকে। বছরের বাকি সময় গাঁদা, রজনীগন্ধা, গোলাপ প্রভৃতি ফুলের কম-বেশী চাহিদা থাকে। তাই পাঁশকুড়া, কোলাঘাট, হাওড়া কিংবা রাজ্যের অন্য কোন প্রান্তে সেভাবে আকন্দ ফুল চাষ করেনা চাষিরা। বলেন, সাধারণত রাস্তার ধারে, রেল লাইনের ধারে, মাঠে, পরিত্যক্ত এলাকায়, জলাশয়ের ধারে আপনা থেকে গজিয়ে ওঠে আকন্দ ফুলের গাছ। সেই সকল গাছ থেকেই ফুল তুলে বাজারে গ্রাহকদের সরবরাহ করেন ব্যবসায়ীরা।

ফলে এই সকল এলাকার গাছ থেকে ব্যবসায়ীরা কত ফুল সংগ্রহ করতে পারেন তার উপর সরবরাহ নির্ভর করে। নারায়ণ নায়েক বলেন, ফুল কম পেলে স্বাভাবিকভাবেই চাহিদা বেশী থাকায় ফুলের দাম লাগাম ছাড়া হয়। কোলাঘাটের রামচন্দ্রপুরের আকন্দ ফুল ব্যবসায়ী রামচন্দ্র ঘাঁটা জানিয়েছেন, সারা বছর ২০টা ফুলের তৈরী এক একটা আকন্দ মালার দাম থাকে ১০-১২ টাকা। এবার একটু জোগান কম থাকায় শিবরাত্রির আগের দিনেই সেই মালার দাম উঠেছে ৩৫-৪০ টাকা।

রামচন্দ্রবাবু বলেন, আগামীকাল শিবরাত্রির দিনে এই এক একটা মালার দাম ৫০ টাকা পেরিয়ে গেলেও আশ্চর্য হন না। জানিয়েছেন পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও হুগলি জেলার হাতে গোনা কয়েক জন ব্যবসায়ী সারা বছর ধরে আকন্দ ফুল ও মালা সরবরাহ করে তাঁদের সংসার চালান। এই ফুল ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, আকন্দ ফুল গ্রাহকদের কাছে সরবরাহ করতে তাঁদের প্রতিদিন প্রচুর কষ্ট করতে হয়। অপর এক আকন্দ ফুল ব্যবসায়ী রতন ঘাঁটা বলেন, রাজ্যের কোথাও বানিজ্যিকভাবে আকন্দ ফুলের চাষ হয়না বলেই জেলার বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্য উড়িষ্যা ও ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে আকন্দ ফুল সংগ্রহ করে তাঁরা কোলাঘাটের দেউলিয়া বাজারে সরবরাহ করেন।

তিনি বলেন, প্রতিদিন রাতে তাঁরা মেছেদা রেলস্টেশনে জমায়েত হন। তারপর সেখান থেকে আলোচনা করে ফুল সংগ্রহ করতে বাসে-ট্রেনে চড়ে দুই মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন কিছু জন। সংগৃহীত ফুল নিয়ে রাতে বাড়ি ফেরেন এই ব্যবসায়ীরা। তারপর সারা রাত ধরে ফুলগুলি নিয়ে মালা গাঁথেন বাড়ির মহিলারা। পরের দিন সকালে সেই মালা ও ফুল বাজারে সরবরাহ করা হয়। এই ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, পরিশ্রমের থেকে উপার্জন অনেক কম। সারা বছর তেমন কোন উপার্জন হয় না। তবে শিবরাত্রি কিংবা গাজনের সময় আকন্দ ফুলের চাহিদা থাকায় হাতে আসে বাড়তি টাকা। এত কষ্ট তবু পুণ্যার্থীদের হাতে তাঁদের আগামী প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরাও আকন্দ ফুল তুলে দিয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন রামচন্দ্র ঘাঁটা, রতন ঘাঁটারা।

কাঁথি মডেল ইন্সটিটিউশনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ কাঁথি মডেল ইনস্টিটিউশনের পঞ্চম থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রদের একটি দল শিক্ষামূলক ভ্রমণে আলিপুর চিড়িয়াখানা ও কলকাতা বিড়লা তারামন্ডল দেখে এল। ভারত সরকারের প্রাণীসচেতনতা প্রকল্পে আলিপুর চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ অ্যাওয়ারনেস অন অ্যানিম্যালস্ শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করেন ছাত্রদের নিয়ে। বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর জীবনধারা, খাদ্যাভ্যাস, উৎপত্তিস্থল-সহ তাদের নিয়ে সচেতনতা সংক্রান্ত আলোচনা-সহ চিড়িয়াখানার ইতিহাস ভিডিও-সহ প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর আশিস সামন্ত। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রমথেশ মন্ডল ও দীপক প্রামাণিক। এরপর গাইড সহযোগে ছাত্রদের চিড়িয়াখানা ঘুরিয়ে দেখানোর ব্যবস্থা করেন চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। এমপি বিড়লা তারামন্ডলে 'কসমিক কলিসন্' বিষয়ের প্রদর্শনীতে ছাত্ররা মহাজাগতির নানান তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করে অত্যন্ত উৎফুল্ল। ১৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা-সহ ১১০ জনের এই শিক্ষামূলক ভ্রমণে নেতৃত্ব দেন শিক্ষক প্রভাতকুমার সাঁতরা, মনোজকুমার ভূঞ্যা, সমরেশ পাল, সুজন দাস, রণজিৎ জানা প্রমুখ। ভ্রমণ সফল হওয়ায় ধন্যবাদ জানান বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক সিদ্ধার্থশঙ্কর কর।